নারায়ণ সান্যাল-এর সঙ্গে কিছুক্ষণ

গোপাল

বাংলার সাহিত্য তথা মননে নারায়ণ সান্যাল এক স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তাঁর অনায়াস প্রবেশ সাহিত্য, সমাজ, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস কিংবা রহস্যের জগতে আর শৈল্পিক চেতনা ও সৃষ্টিশীল লেখনীকে সঙ্গী করে তঁার সেই অপরিসীম জ্ঞানভান্ডারের রত্ন বিতরণ - তাঁকে পাঠক হৃদয়ে এক অনন্য স্থান করে দিয়েছে। স্বভাবে একান্তচারী আশি বছরের এই চিরতরুণ তাঁর অনুসন্ধান আর সৃষ্টির কাজে একইভাবে মগ্ন। সৃষ্টিসন্ধানের ধবজা কাঁধে নিয়ে সাহস করে চলে গিয়েছিলাম আমার পরম প্রিয় এই মানুষটির কাছে। নিরাশ তো করেন নি, মুগ্ধ হয়েছি বার কয়েকের সাক্ষাৎকারে তাঁর সঙ্গে কথা বলে, যেমন মুগ্ধ হই তাঁর লেখা পড়ে। এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারটি সেই শ্রদ্ধেয় মানুষটির সৃষ্টিশীল চেতনার এক ঝলক উন্মোচন।

প্র্ন - শৈশবোত্তীর্ণ কালে 'বিশ্বাসঘাতক' দিয়ে আপনার কলমের সঙ্গে পরিচয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত, যতটুকু আপনাকে পেয়েছি, শুধু সাহিত্যিক নয় গবেষক, অনুসন্ধানী, শিল্পী এবং আরও অনেক কিছু। আপনি নিজেকে কিভাবে দেখেন?
উত্তর - পল্লবগ্রাহীরূপে।

প্র্ন - অরিগামি থেকে ইতিহাস, সমাজ থেকে সংস্কৃতি, রহস্য থেকে জীবজগত - সীমাহীন এই পদচারণার মূল সূত্র কোথায়?
উত্তর - অনুসন্ধিৎসা - যা পেয়েছি, যা দেখেছি, বুঝেছি তা আমার প্রিয় পাঠক--পাঠিকার সঙ্গে ভাগ করে 'ইফতারি' করা। এই আমার রচনার মূলসূত্র।

প্র্ন - সাহিত্য পাঠে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মনের কোণে কোন এক অনভূতির অনুরণন ঘটে । কিন্ত আপনার রচনা স্নায়ুতন্ত্রীকে আলোড়িত করে, তৈরী করে প্রতিত্রিয়া - কখনো আত্রোশ, কখনো দুঃখ, কখনো অনুকম্পা। এমনকি 'ষাট-একষট্টি'র শেষের 'যাও পাখী'র মত ব্যক্তিগত অনুভূতিমূলক রচনাও সৃষ্টি করে দেয় এক হাহাকার, কালের নিয়মে হারিয়ে যাওয়ার। এর কারণ কি?
উত্তর - সাহিত্য উপবৃত্তাকার - তার দুটি 'নাভি' ঃ লেখক ও পাঠক। তা যখন এককেন্দ্রিক হয়ে যায়, তখন তা বৃত্তাকার। আমার রচনায় তোমার স্নায়তন্ত্রীতে যদি কোন অনুরণন জেগে থাকে তবে আমি ধন্য। এর 'কারণ' নেই -- এ এক 'অকারণ পুলক'।

প্র্ন - কখনো কখনো আপনাকে ভীষণরকমের প্রতিত্রিয়াশীল বলে মনে হয়। ইতিহাসসিঞ্চিত 'প্রবঞ্চক', কিংবা সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রেক্ষিত 'এমনাটাতো হয়েই থাকে' সব কিছু যেন শুধু সাহিত্যরস কিংবা তথ্যের পরিবেশন নয় - অন্তরের কোন এক সুতীব্র প্রতিত্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ। এমনকি সাম্প্রতিক পূজাসংখ্যায় আপনার 'পারীর প্রেমে'-এ একটি বাক্যে নেতাজীকে ছুঁয়ে যাওয়াও মনে করিয়ে দেয় এক অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা। আপনি কি বলেন?
উত্তর - আগের প্রশ্নেই জবাব দিয়েছি। আনন্দ, বেদনা, যন্ত্রণাই তো সাহিত্যসৃষ্টির মূল উৎস। 'দ্য গল' -এর স্বাধীন ফরাসি দেশে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে লেখকের মনে যে বেদনা জেগেছিল তা যদি না লেখা হত এবং পাঠকের সে কথা মনে না পড়ত তাহলে তুমি কি তাকে 'বাঙালী' বলবে?

প্র্ন - আপনার লেখাতে বরাবরই একটা গতি অনুভব করি। সাহিত্যরসের প্রচুর্য সে গতিকে কোথাও স্লথ করে দেয় না।

যে কোন বিষয়াশ্রয়ী রচনা একবার পড়তে শুরু করলে সেই গতির আবর্তে পড়ে যাই -- শেষ না করে থাকতে পারি না। সচেতনভাবে কি ভাবে সৃষ্টি করেন এই গতিকে, নিয়ন্ত্রণ করেনই বা কিভাবে?

উত্তর - আমার মনে হয় না এতে আমার কোন কৃতিত্ব আছে। আমাকে যিনি নেপথ্য থেকে চালিত করেন তিনিই 'গতি'র উৎস। তবে কলমটা দেখছি ইদানীং শরৎচন্দ্রের উপদেশ ('সময়ে থামতে জানা চাই') যেন মানতে চাইছে না।

প্র্ন - আপনার কয়েকটি উপন্যাসের(আম্রপালী, অচ্ছেদ্য বন্ধন প্রভৃতি) শেষ অনুচ্ছেদে এসে মনে হয় যে পুরো উপন্যাসটি সৃষ্টি হয়েছে কোন এক তথ্য বা চমকপ্রদ পরিণতির ওপর ভিত্তি করে। আপনার মতামত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর - ঠিকই ধরেছ। ঐসব কাহিনীর উপসংহারটা মনে করেই রচনার জাল বুনেছি। এগুলি জেফ্‌রি আচারধর্মী ঃ A twist in the tail (tale?).

প্র্ন - আপনার লেখাতে চরিত্রের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী অনুভব করি। তাদের চোখ দিয়ে দেখি, তাদের অনুভূতিগুলোই মূর্ত হয়ে ওঠে। চরিত্রে সংঘাতের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় গতি। এর পিছনে কি আপনার কোন মনোভাব কাজ করে?

উত্তর - সব সাহিত্যিকই তা করেন। 'গোরা'র চোখ দিয়েই কি রবীন্দ্রনাথ 'ভারত-আত্মা'র স্বরূপ দেখেননি? 'অপু'র চোখ দিয়ে বিভূতিভূষণ গ্রাম-বাঙলাকে? কখনো কখনো চরিত্র নির্বাচনের ত্রুটিতে বৃহৎ উপন্যাসের নিদারুণ ক্ষতি হয়। যেমন - আমার মতে - 'ভূতনাথ'-এর চোখ দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীকে ধরতে গিয়ে এক দুর্দান্ত উপন্যাস লিখেও বিমল মিত্র সেই সময়টাকে ধরতে পারেন নি। তার এক খন্ড চিত্র পরিবেশন করেছেন। প্রবন্ধে লেখক সরাসরি মত প্রকাশ করেন। কথাসাহিত্যে, বিশেষ করে উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে, তাদের চিন্তা-ভাবনা কার্যক্রমের মাধ্যমেই সমাজের চিত্র আঁকতে হয়। দোষত্রুটি দেখাতে হয়। সমাধানের পথের ইঙ্গিত দেবার দায়টুকুই শুধু সাহিত্যিকের। তার বেশি নয়। 'পথের দাবী'র নায়ক ইঙ্গিত দিয়েই থেমেছেন। স্বামীজীর মতো সরাসরি বলতে পারেননি ঃ 'ভুলিও না ; তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।'

প্র্ন - কাঁটা সিরিজের পি. কে. বাসু, বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প-এর ঋতব্রত -- আপনার অনেক লেখাতেই যেন আপনার উপস্থিতি অনুভব করি। ইতিহাস থেকে জীবজগত যে কোন লেখাতেই আপনার দৃষ্টিভঙ্গী সচেতনভাবেই উপলব্ধি করি - কোন নিরপেক্ষ বর্ণন নয়। এটা কি আপনার সচেতন বৈশিষ্ট্য?

উত্তর - আমি তা মনে করি না। শ্রীকান্তের মধ্যে শরৎ, অপুর মধ্যে বিভূতিভূষণ, জাঁ ভালজার মধ্যে রোমা রোলাঁ ওতপ্রোতভাবে মিশে আছেন। 'নরপেক্ষ-বর্ণন' সত্যিকারের লেখক কেমন করে করবেন? তিনি যে 'সত্য-শিব-সুন্দর'-এর পক্ষে সওয়াল করতে নেমেছেন। অপরপক্ষের সওয়াল করার দায়িত্ব তো তথাকথিত রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের।

প্র্ন - বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প, নাগচম্পা প্রভৃতি উপন্যাসে কবি নারায়ণ সান্যালের যে পরোক্ষ সূত্রপাত প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাকে সেরকমভাবে পাওয়া গেল না কেন?

উত্তর - বিচিত্র পথগামী হলেও হওয়া যায়। 'সর্বত্রগামী' - নিজ স্বীকৃতি মতে - স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তো হতে পারেন নি।

প্র্ন - সাহিত্যপাঠকের কোন শ্রেণী বিভাগ আছে বলে আপনি মনে করেন? কোন কিছু রচনার সময়ে কোন বিশেষ পাঠকের কথা মনে করে আপনি লেখেন কি?

উত্তর - তা করি। যুক্তাক্ষর-বর্জিত আমার খান-তিনেক বই আছে। তার পাঠক-পাঠিকা 'নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা' বা 'বিশ্বাসঘাতক' পড়বে না এটা জানি।

প্র্ন - অনুবাদ সাহিত্যের রসাস্বাদন খুব একটা সুলভ ব্যাপার নয়। কাঁটা সিরিজ যদিও অনুবাদ সাহিত্য নয় তবে অবলম্বন। কিন্তু পটভূমি থেকে চরিত্র সবকিছুই যেন আমাদের চারপাশ থেকে নেওয়া। আপনি কি ঘটনার নির্বাচন থেকেই এর নিয়ন্ত্রণ রাখেন নাকি যখন লেখার সময় ঘটে যায় এই পরিবর্তন কিংবা পরিমার্জন?

উত্তর - শরদিন্দুর 'ঝিন্দের বন্দী' আমার ঐ বিষয়ে নির্দেশক। অনুপ্রেরণা। ইংরেজিভাষা ন-জানা আমার মা-মাসিদের জন্য 'মহাকালের মন্দির লিখেছিলাম তরুণ বয়সে। এখনও 'ঝিন্দের বন্দী' করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রশ্ন - দীর্ঘ সময় ধরে আপনি লিখছেন। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সাহিত্য জগতে এবং পাঠক জগতে কি ধরণের পরিবর্তন আপনি লক্ষ্য করছেন। গতি আর বিজ্ঞান কি সাহিত্য-সংস্কৃতিকে ধবংস করে দিচ্ছে?
উত্তর - তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাবে দীর্ঘ প্রসঙ্গ কেখা প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলব - 'গতি আর বিজ্ঞান' 'সাহিত্য-সংস্কৃতি'কে ধবংস করছে না। যারা 'গতি ও বিজ্ঞান'কে কব্জা করে নিয়েছে তারাই সাহিত্য সংস্কৃতিকে কিনে নিচ্ছে। আমরা বিত্রিত ও বিকৃত হয়ে যাচ্ছি।

প্রশ্ন - একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি, হয়ত বা একটু অনুযোগ সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালকে সেরকমভাবে সর্বজনসমক্ষে পাওয়া যায় নি কেন, যেমন পাওয়া যায় বর্তমানের বহু সাহিত্যিককে? এই অনুযোগের কারণ -- মাঝে মাঝে মনে হয় এক অগাধ জ্ঞানের ভান্ডারের অনেকটা অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আমরা।
উত্তর - দায়ী কিন্তু একান্তভাবে আমি নিজেই। যে পথে সর্বজনসমক্ষে অসা যায় সেই পথটাকে পরিহার করে চলি বলে। তুমি ক্ষুব্ধ হলেও, আমি ক্ষুব্ধ নই। যে মুষ্টিমেয় পাঠক--পাঠিকা আমার লেখা ভালবাসে - আমি জানি - তারা আমাকেও ভালবাসে। আর কি চাই?

প্রশ্ন - শেষে বলি - 'পাওয়া হয়েছে অনেক কিছু, তবু পেতে চাই আরও -- তৃষ্ণার্ত আমি -- প্রতিভোরে শিশির পিপাসু ঘাসের মত।'
উত্তর - শেষে বলি দেওয়া হয়েছে অনেক কিছু, তবু দিতে চাই আরও - তৃষ্ণা আমারও মেটেনি গো। প্রতিসন্ধ্যায় রাঙিয়ে ওঠা পশ্চিমদিগন্তের মত। তবু যেতে তো হবেই। অচিরেই। যাবার দিনে যেন বলে যেতে পারি ঃ যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।

When I'm dead
Let this may be said:
"The man was but naught,
But his books were read!"